আজকের কাগজ ৭

তারিখ 17 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষার মান কোথায় গিয়ে ঠেকেছে?

রাশেদ রউফ

একটি জাতীয় দৈনিকের ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন পড়ে রীতিমত চমকে উঠেছি। চমকে ওঠার কোনো কারণ ছিলো না, যদি আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ হতো বিশ্বের উন্নত ও শিক্ষিত দেশসমূহের একটা। যে দেশের শিক্ষিতের-হার এখনো বিশ শতাংশের বেশি নয়, যে দেশে শুধু স্বাক্ষর দানে সক্ষম এমন লোককে শিক্ষিত হিসেবে গণ্য করা হয়, সেই দেশেরই একটি পত্রিকার বিজ্ঞাপনে 'আয়া আবশ্যক'—এ দেখা গেলো প্রার্থীকে অবশ্যই হতে হবে এস, এস, সি উত্তীর্ণ। যে আয়ার কাজ হবে রান্না-বান্নার কাজ, অনেক সময় রান্না-বান্নার কাজও নয়, যিনি রান্না করেন, তাঁর সহকারীর কাজ। (কেননা, অনেকে আয়ার হাতের রান্না খেতে নাকি নারাজ?)! যে মহিলা ঘর ঝাড়ু দেবে, বাসন-কোসন মেজে ঘষে পরিচ্ছন্ন করবে, গৃহকর্ত্রীর ছেলে-মেয়েদের প্রস্রাব পায়খানা পরিষ্কার করবে, তাকে হতে হবে এস এস সি পাশ!

মাঝে মাঝে আমার চোখে ভেসে ওঠে এক অদ্ভুত চিত্র। তাতে দেখি এক বিচিত্র বাংলাদেশ। এ দেশের নারী পুরুষ কেউ নিরক্ষর নেই, কেই অশিক্ষিত নয়। সবাই স্বাক্ষর, সবাই শিক্ষিত। যে ছেলে বাঁধে লাঙল নিয়ে মাঠের দিকে ছুটছে, সে এস, এস, সি পাশ, যে শ্রমিক কারখানায় ইট ভাঙছে, সেও এস, এস, সি উত্তীর্ণ, যে মেয়ে অন্যের গৃহে কাজ করছে, সেও এস, এস, সি—এইচ, এস, সি ডিগ্রীধারী। অর্থাৎ দেশের কোথাও কোনো অশিক্ষিত লোকের স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে না, পড়ছে না তাদের কোনো কালো ছায়া। শতকরা একশ ভাগ শিক্ষিতের দেশে যেমন চায়ের দোকানে 'বয়'-এর কাজ করছে একটি শিক্ষিত ছেলে, তেমনি এই বাংলাদেশ পরিণত হলো সেই একশ ভাগ শিক্ষিতের দেশে। আহা, কী ভাবনা! কী রঙিন স্বপ্ন।

যিনি পত্রিকায় ছোট্ট এই বিজ্ঞাপনটি দিলেন, তিনিও কি দেখেন আমার মতো এই রঙিন-স্বপ্ন? নাকি, আমাদের শিক্ষার মানকে কটাক্ষ করার জন্যে প্রকাশ করলেন এরকম একটি বিজ্ঞাপন?

টাকায় কী-না হয়। টাকা খরচ করলে বাঘের দুধেরও সন্ধান মেলে বলে প্রচলিত আছে একটি প্রবাদ। কর্মের অভাবে যেখানে হাজার হাজার লাখ লাখ তরুণ বেকারত্বের অভিশাপে ধুকে ধুকে জীবন কাটাচ্ছে, সেখানে বাঁচার তাগিদে তাকে হয়তো তুলে নিতে হয় এমন একটা কর্ম, যা তার জন্য মোটেই মানানসই নয়। এরকম দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যাবে। এখানেও হয়তো এস, এস, সি উত্তীর্ণ 'আয়া' পাওয়া যাবে, কিন্তু তার যা কাজ, তা মোটেও সে তার উপযুক্ত হবে না— এটা নিঃসন্দেহে বলা যাবে।

বিজ্ঞাপনদাতা এস, এস, সি উত্তীর্ণ একজন মহিলা ঘরে নিয়োগ করতে পারতেন, অন্য একটা সুন্দর শব্দে তাকে সম্বোধন করা যেতো। কিন্তু তা না করে সোজা 'আয়া' হিসেবে আয়ার সমস্ত কাজ তাকে দিয়ে করাতে চান তিনি। যদিও বাসন- কোসন ও প্রস্রাব পায়খানা পরিষ্কার করার জন্যে কোনো এস, এস, সি সার্টিফিকেটধারীর প্রয়োজন ছিলো না।

টাকায় কী-না হয়। টাকা খরচ করলে বাঘের দুধেরও সন্ধান মেলে বলে প্রচলিত আছে একটি প্রবাদ। কর্মের অভাবে যেখানে হাজার হাজার লাখ লাখ তরুণ বেকারত্বের অভিশাপে ধুকে ধুকে জীবন কাটাচ্ছে, সেখানে বাঁচার তাগিদে তাকে হয়তো তুলে নিতে হয় এমন একটা কর্ম, যা তার জন্য মোটেই মানানসই নয়। এরকম দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যাবে। এখানেও হয়তো এস, এস, সি উত্তীর্ণ 'আয়া' পাওয়া যাবে, কিন্তু তার যা কাজ, তা মোটেও সে তার উপযুক্ত হবে না— এটা নিঃসন্দেহে বলা যাবে। বিজ্ঞাপনদাতা এস, এস, সি উত্তীর্ণ একজন মহিলা ঘরে নিয়োগ করতে পারতেন, অন্য একটা সুন্দর শব্দে তাকে সম্বোধন করা যেতো। কিন্তু তা না করে সোজা 'আয়া' হিসেবে আয়ার সমস্ত কাজ তাকে দিয়ে করাতে চান তিনি। যদিও বাসন- কোসন ও প্রস্রাব পায়খানা পরিষ্কার করার জন্যে কোনো এস, এস, সি সার্টিফিকেটধারীর প্রয়োজন ছিলো না।

আসলে যতই দিন যাচ্ছে, ততই পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের চিন্তা-ধারা-ধ্যান-ধারণা, পরিবর্তন ঘটছে আমাদের মানসিকতায়। সব কিছুকে যেন আমরা বিচার করি টাকার মানদণ্ডে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। এটি এখন হয়ে পড়েছে প্রায় কুইজ নির্ভর। হ্যাঁ এবং না, অথবা টিক (√) চিহ্নের মাধ্যমে আমরা আমাদের দক্ষতা কিংবা পটুত্ব জাহির করছি। আমাদের শিশু কিশোরদের সুন্দর মানসিকতায় গড়ে তোলার জন্য আমাদের কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই, নেই তাদের সামনে এমন কোনো নির্দেশনা, যা ধরে তারা এগুবে।

বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশকে জানার জন্য পাঠ্যসূচিতে নেই তেমন ধারাবাহিক ও আকর্ষণীয় রচনা, যাতে শিশু-কিশোররা আগ্রহী হবে জাতির ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হতে। যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে, তা শুধু অনাকর্ষণীয়ই নয়, বিচ্ছিন্ন ও বিরক্তিকরও। আবার কোনো কোনো জায়গায় ঘটছে ইতিহাসের বিকৃতি। সুচতুরভাবে আমাদের শিশু-কিশোরদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে ভুল, মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাসের জঞ্জাল। মিথ্যার উপর পা রেখে যারা বড় হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে জাতি কী আশা করতে পারে? ভুল আর মিথ্যাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা কি আত্মহননের পথকেই বেছে নিচ্ছে?

কবির ভাষায়—বণ্যকে যদি বনেই মানায়। আমরা বন্যদের বনে রাখতে চাই, লোকালয়ে এনে তাদের বংশ উজাড় করে দিতে চাই না। আমরা চাই, আয়া আয়ার কাজ করুন, শিক্ষক করুন শিক্ষা দানের কাজ। চোখের সামনে ভেসে উঠুক যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ।

রাশেদ রউফ : সাংবাদিক, কলাম লেখক।